

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জানুয়ারি ২৮, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ পৌষ, ১৪২৯/২৯ ডিসেম্বর, ২০২২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মিলনায়তন (মাল্টিপারপাস হল) ও
সম্মেলন কক্ষ ব্যবহার নীতিমালা-২০২২

নং ১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১৮.২২-৪৬৯।—তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াদিীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) সরকারের প্রচার উপকরণ উৎপাদনের প্রধান প্রতিষ্ঠান। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বিষয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রকাশনা মুদ্রণ, সচিত্র তথ্য সংরক্ষণ এবং মননশীল জাতিগঠনে ভূমিকা পালন এই অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। এ ছাড়াও ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সকল ধরনের সংবাদপত্র ও প্রেস ব্যবস্থাপনা এ অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। এ সকল উদ্দেশ্য সাধন ও সেবা গ্রহীতাদের সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের অধীনে ১৬তলাবিশিষ্ট “তথ্য ভবন” নির্মাণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ছাড়াও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াদিীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড এখানে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তথ্য ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় এ ভবনে ২০০ আসন বিশিষ্ট একটি সুসজ্জিত মিলনায়তন (মাল্টিপারপাস হল) ও ১২০ আসন বিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষের বাণিজ্যিক ব্যবহার পরিচালনা করার জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম : এ নীতিমালা ‘চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মিলনায়তন (মাল্টিপারপাস হল) ও সম্মেলন কক্ষ ব্যবহার নীতিমালা ২০২২’ নামে অভিহিত হবে।

(১৫৮৫)

মূল্য : টাকা ১২.০০

- ২। সংজ্ঞা : বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়—
- ক. ‘কর্তৃপক্ষ’ বলতে মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে;
- খ. ‘আবেদনকারী’ অর্থ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মিলনায়তন (মাল্টিপারপাস হল) ও সম্মেলন কক্ষ ব্যবহারে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি নির্ধারিত সময়ের জন্য ভাড়া প্রদান করে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ব্যবহারের জন্য আবেদন করেছেন।
- গ. ‘সেবা গ্রহণকারী’ অর্থ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মিলনায়তন (মাল্টিপারপাস হল) ও সম্মেলন কক্ষ ব্যবহারে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি নির্ধারিত সময়ের জন্য ভাড়া করে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ব্যবহার করছেন।
- ঘ. ‘মিলনায়তন’ বলতে তথ্য ভবনের তৃতীয় তলার দক্ষিণ ব্লকে অবস্থিত মিলনায়তন (মাল্টিপারপাস হল) বুঝাবে।
- ঙ. ‘সম্মেলন কক্ষ’ বলতে তথ্য ভবনের দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ ব্লকে অবস্থিত সম্মেলন কক্ষ বুঝাবে।

৩। মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাবে :

- ক. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীত যে কোনো ধরনের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা।
- খ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, পণ্ডিত, গবেষক ও বিদগ্ধজনের লেখা গ্রন্থের প্রকাশনা।
- গ. শিক্ষা/প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান।
- ঘ. বিশেষ দিবস, কর্মসূচি বা উৎসবের উদ্বোধন ও সমাপনি।
- ঙ. সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ ধরনের সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা অনুরূপ অনুষ্ঠান।
- চ. নিবন্ধনকৃত সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সমিতি কর্তৃক গুণীজন সংবর্ধনা, অরাজনৈতিক আলোচনাসভা।
- ছ. বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে ধারণ করে এমন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- জ. সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির অধীন বা সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশি দূতাবাস/সংস্থা কর্তৃক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক বা অনুরূপ অনুষ্ঠান।
- ঝ. বরণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্মদিন, মৃত্যু দিবস, শোক দিবসের কর্মসূচি।

৪। নিরাপত্তা ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধানসমূহ :

মিলনায়তন, সম্মেলন কক্ষ ও তথ্য ভবন প্রাঙ্গণে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা নিজেদের অর্থ, সম্পদ, যন্ত্রসহ সকল কিছুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ তথ্য ভবনের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষার দায়িত্ব বরাদ্দ গ্রহীতার উপর বর্তাবে। তাই বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণ বাধ্যতামূলক :

- ক. মিলনায়তন, সম্মেলন কক্ষ ব্যবহারে আত্মহী অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বরাদ্দ প্রাপ্তির পর নিজ উদ্যোগে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিকটস্থ থানা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করবে।
- খ. সরকারের ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ করা, কোনো ধর্ম বিশ্বাস বা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন কোনো অনুষ্ঠান করা যাবে না।
- গ. কোনো ভাবেই মিলনায়তন বা সম্মেলন কক্ষের অভ্যন্তরে খাবার গ্রহণ বা বিতরণ করা যাবে না। ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- ঘ. সহনীয় মাত্রা বা অন্যদের বিরক্তির কারণ না হয়-এমন মাত্রায় শব্দযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে। অফিস চলাকালে মিলনায়তন বা সম্মেলন কক্ষের বাইরে কোনো শব্দযন্ত্র বা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
- ঙ. বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত আয়োজক বা অংশগ্রহণকারীগণ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর বা তথ্য ভবনের অন্য কোনো এলাকায় বিচরণ করতে পারবে না।
- চ. অনুষ্ঠান চলাকালে অসামাজিক, অশালীন, আপত্তিকর বা উত্তেজনা সৃষ্টিমূলক বলে প্রতীয়মান হলে কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ বরাদ্দ বাতিলসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- ছ. বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানের জন্য আনা যন্ত্রপাতি বা আনুষঙ্গিক মালপত্রসহ বরাদ্দকৃত স্থান খালি করতে হবে। মালামাল সরিয়ে নেয়ার পূর্বে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন ও অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- জ. বরাদ্দকৃত স্থান ব্যবহারের প্রয়োজনে অভ্যন্তরে কোনো প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, মোমবাতি জ্বালানো বা আগুনের ব্যবহার করা যাবে না।
- ঝ. মিলনায়তনের মঞ্চ, দেয়াল কিংবা সংশ্লিষ্ট স্থানে বা আসবাবপত্রে পেরেক, কাঁটা বা আঠা ব্যবহার করা যাবে না।
- ঞ. পোস্টার, ব্যানার বা অনুরূপ প্রচার সামগ্রী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও লাগানো যাবে না। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর বা তথ্য ভবনের কোনো সম্পদের কোনো ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
- ট. বরাদ্দ গ্রহীতা বা আমন্ত্রিত অতিথি এবং তাঁদের সঙ্গে জিনিসপত্র নিরাপত্তা তত্ত্বাসীর আওতাধীন হবে।

- ঠ. মিলনায়তন বা সম্মেলন কক্ষ বরাদ্দ গ্রহণ করে অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা যাবে না।
- ড. মিলনায়তন/সম্মেলন কক্ষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সংগঠন অশোভন বা অসহিষ্ণু আচরণ প্রদর্শন করলে পরবর্তীতে উক্ত সংগঠন বরাদ্দপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- ঢ. রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে যে কোনো সময় বরাদ্দ বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। সে ক্ষেত্রে বাতিল হওয়া বরাদ্দ গ্রহীতাকে জমাকৃত জামানতের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

৫। মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষ ব্যবহারের সময়সূচি :

- ক. সকালের শিফট: সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- খ. বিকালের শিফট: বিকাল ৪:০০ ঘটিকা হতে রাত ১০:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- গ. পূর্ণদিবস : সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে রাত ১০:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

৬। আবেদনের সময়সীমা

মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষ বরাদ্দের জন্য অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের ন্যূনতম ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে আবেদন করতে হবে। অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ ০২ (দুই) মাস পূর্বে অগ্রিম বরাদ্দ দেয়া যাবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কোনো সরকারি অনুষ্ঠান, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিজস্ব অনুষ্ঠান বা সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

৭। আবেদনের পদ্ধতি, ফি, জামানত এবং আনুষঙ্গিক নিয়মাবলি :

- ক. আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে জামানতের ধার্যকৃত অর্থসহ মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর বরাবর বরাদ্দের আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্র পাওয়ার পর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উৎসবের জন্য প্রয়োজনে একাধারে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিন পর্যন্ত বরাদ্দ গ্রহণ করতে পারবেন।
- খ. আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ভ্যাট, ট্যাক্স, ভাড়া ও জামানতের অর্থ জমা প্রদান করে প্রাথমিক বরাদ্দ প্রদানের ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ভাড়ার অর্থ ভ্যাট ও আয়কর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে/হিসাব শাখায় জমা দিয়ে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র সংগ্রহ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভাড়ার সমুদয় অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে প্রাথমিক বরাদ্দপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

- গ. লিখিত আবেদন বা জামানত জমাদান ছাড়া মিলনায়তন বা সম্মেলন কক্ষ বুকিং দেয়া যাবে না। তবে বিশেষ বিবেচনায় মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা সাপেক্ষে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।
- ঘ. আয়োজক সংস্থা নির্ধারিত তারিখের ০৫ (পাঁচ) দিন আগে অনুষ্ঠান বাতিল করলে জমাকৃত অর্থের ২৫%, ০২ (দুই) দিন পূর্বে বাতিল করলে ৫০%, অনুষ্ঠানের ১(এক) দিন আগে বা অনুষ্ঠানের দিন বাতিল করলে সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।
- ঙ. আয়োজক সংস্থা অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন করতে চাইলে নির্ধারিত তারিখের ন্যূনতম ০৭ (সাত) দিন পূর্বে আবেদন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে মিলনায়তন বা সম্মেলন কক্ষ খালি থাকা সাপেক্ষে আয়োজক সংস্থা পুনরায় আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে বরাদ্দের আবেদন করতে পারবে। তবে জমাকৃত অর্থ ফেরৎ দেওয়া হবে না।
- চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক বা সামাজিক অচলাবস্থার কারণে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং কর্তৃপক্ষ ও বরাদ্দ গ্রহীতার পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে পূর্বে জমাকৃত অর্থ সমন্বয় এবং অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় পরিবর্তন করা যাবে।

৮। ভাড়ার হার:

মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষের ভাড়া নিম্নরূপ হবে, যা নির্ধারিত ভ্যাট ও আয়করসহ অগ্রিম প্রদেয়। এই ভাড়া, ভ্যাট ও আয়করের হার সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে পরিবর্তনযোগ্য।

ক্র: নং	ক্যাটাগরি	ব্যক্তি	ভাড়ার হার (টাকা) (ভ্যাট ও আয়করব্যতীত)		জামানতসহ সর্বমোট (টাকা)
০১	মিলনায়তন	পূর্ণদিবস	মূলভাড়া :	২০,০০০/-	৩০,০০০/-
			রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ :	৩,০০০/-	
			পরিচ্ছন্নতা চার্জ :	২,০০০/-	
			জামানত (ফেরতযোগ্য)	৫,০০০/-	
	একশিফট (সকাল/বিকাল)	একশিফট (সকাল/বিকাল)	মূলভাড়া :	১২,০০০/-	২২,০০০/-
			রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ :	৩,০০০/-	
			পরিচ্ছন্নতা চার্জ :	২,০০০/-	
			জামানত (ফেরতযোগ্য)	৫,০০০/-	

ক্র: নং	ক্যাটাগরি	ব্যক্তি	ভাড়ার হার (টাকা)		জামানতসহ সর্বমোট (টাকা)
			(ভ্যাট ও আয়করব্যতীত)		
০২	সম্মেলন কক্ষ	পূর্ণদিবস	মূলভাড়া :	১০,০০০/-	১৯,০০০/-
			রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ :	২,০০০/-	
			পরিচ্ছন্নতা চার্জ :	২,০০০/-	
			জামানত (ফেরতযোগ্য)	৫,০০০/-	
		একশিফট (সকাল/বিকাল)	মূলভাড়া :	৭,০০০/-	১২,৫০০/-
			রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ :	২,০০০/-	
			পরিচ্ছন্নতা চার্জ :	২,০০০/-	
			জামানত (ফেরতযোগ্য)	১,৫০০/-	
০৩	ডাইনিং হল (অন্য অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আলাদাভাবে ভাড়া দিতে হবে)	পূর্ণদিবস	মূলভাড়া :	৮,০০০/-	১৮,০০০/-
			রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ :	৩,০০০/-	
			পরিচ্ছন্নতা চার্জ :	২,০০০/-	
			জামানত (ফেরতযোগ্য)	৫,০০০/-	
		একশিফট (সকাল/বিকাল)	মূলভাড়া :	৬,০০০/-	১১,৫০০/-
			রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ :	১,৫০০/-	
			পরিচ্ছন্নতা চার্জ :	১,০০০/-	
			জামানত (ফেরতযোগ্য)	৩,০০০/-	

তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের কোনো অনুষ্ঠানের জন্য এ ভাড়া প্রযোজ্য হবে না। তবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের জন্য পরিচ্ছন্নতা চার্জ প্রযোজ্য হবে।

- ৯। **আনুষঙ্গিক সুবিধা**
- (ক) মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষ ভাড়ার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এর নিজস্ব প্রজেক্টর মেশিন ব্যবহারের জন্য প্রতি শিফট ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।
- (খ) অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে অনুষ্ঠানস্থলে অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে আয়োজক ব্যক্তি/সংস্থা অতিরিক্ত বিশ কিলোওয়াট পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোক সংযোগের ব্যবস্থা করতে পারবে। বিদ্যুৎ ব্যয় বাবদ প্রতি শিফটে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা+ভ্যাট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ বাবদ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এর হিসাব শাখায় অগ্রিম জমা দিতে হবে।

- (গ) প্রতিটি অনুষ্ঠান বুকিং এর ক্ষেত্রে বেজমেন্টের ২০টি কার পার্কিং এর স্থান (অতিরিক্ত কার পার্কিং এর জন্য প্রতি শিফট জিপ/মাইক্রোবাস ১০০/- (একশত) টাকা, বাস/ট্রাক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা এবং মোটর সাইকেল ৩০/- (ত্রিশ) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) ব্যবহার করা যাবে।
- (ঘ) প্রস্তুতি কাজের জন্য/অনুশীলনের জন্য শীতাতপ সরবরাহ ও শব্দ প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অতিরিক্ত চার্জ প্রতি ঘন্টা ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং নির্ধারিত ভ্যাট নগদে পরিশোধ সাপেক্ষে বরাদ্দকৃত মিলনায়তন বা সম্মেলন কক্ষ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে (যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পূর্ব শিফট বরাদ্দ বা অন্য কোনো কারণ না থাকে)। তবে এ জন্য কমপক্ষে ০২ (দুই) ঘন্টার জন্য বরাদ্দ নিতে হবে।
- ১০। জামানত ফেরত নেয়ার পদ্ধতি : অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কোনো অংশ বা অন্য কোনো কিছুর ক্ষতি না হলে বা অতিরিক্ত সময় ব্যবহার করা না হলে বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণ না থাকলে প্রশাসন শাখার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক জামানতের অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর বরাবরে আবেদন করার পর ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জামানতের অর্থ ফেরত দেয়া হবে।
- ১১। অতিরিক্ত সময় ব্যবহার পদ্ধতি ও ভাড়া : বরাদ্দকৃত সময়ের অতিরিক্ত সময় (অনুষ্ঠানে আনীত মালামাল নেয়া পর্যন্ত সময়) মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষ ব্যবহার করলে প্রতি ঘন্টার জন্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা করে অতিরিক্ত ভাড়া এবং নির্ধারিত ভ্যাট প্রদান করতে হবে। বরাদ্দ গ্রহীতাকে বরাদ্দকৃত মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় সংরক্ষিত রেজিস্টারে স্বাক্ষর করতে হবে।
- ১২। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর হতে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা হবে : (ক) সাউন্ড সিস্টেম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষ;
(খ) মিলনায়তনে ২০০ আসন, সম্মেলন কক্ষে ১২০ আসন (চেয়ার);
(গ) বিদ্যুৎ-এর খিডলাইনে বিদ্যুতি দেখা দিলে নিজস্ব জেনারেটরে বিদ্যুৎ (আংশিক ব্যবস্থা);
(ঘ) ব্যানার লাগানোর একটি ফ্রেম;
(ঙ) রোস্ট্রাম/পোডিয়াম ১টি, স্টেজ টেবিল ৩টি, স্টেজে কুসন চেয়ার ৬টি;
(চ) মিলনায়তন/সম্মেলন কক্ষ থেকে মালামাল সরিয়ে নেয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ৩০মিনিট সময় দেয়া হবে।
- ১৩। অনুষ্ঠানের অতিথি সম্পর্কে তথ্য : অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, বিচারপতি, সচিব, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা অনুরূপ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকলে অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৩ (তিন) দিন পূর্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

১৪। সাধারণ
নিয়ম :

- (ক) এই নীতিমালায় বিধৃত হয়নি অথচ তা প্রয়োজনীয় এমন কোনো কিছু পরবর্তীতে উদঘাটিত হলে তা এই নীতিমালায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জন করতে পারবে এবং তা যথাযথ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
- (খ) বরাদ্দ গ্রহীতা উপর্যুক্ত শর্তাদি প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকবেন। প্রয়োজন বোধে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় মিলনায়তন বা সম্মেলন কক্ষ বরাদ্দ স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সে ক্ষেত্রে বরাদ্দ গ্রহীতা কোনো আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না। তবে সে ক্ষেত্রে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বরাদ্দ গ্রহীতাকে ফেরত দেয়া হবে।
- (গ) নীতিমালার উপর্যুক্ত কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- (ঘ) চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এর মিলনায়তন/সম্মেলন কক্ষ ব্যবহারের কোনো বিষয়ে নীতিমালায় সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে এ বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মো: হুমায়ুন কবীর খান্দকার
সচিব।